দেওয়ানি আদালত আইন, ১৮৮৭

(১৮৮৭ সনের ১২ নং আইন)

<u>সূচিপত্র</u>

অধ্যায় ১

প্রারম্ভিক

ধারাসমূহ

১। শিরোনাম, ব্যাপ্তি ও প্রবর্তন

২। রহিতকৃত

অধ্যায় ২

দেওয়ানি আদালতের গঠন

৩। দেওয়ানি আদালতের শ্রেণি

৪। বিচারকের সংখ্যা

৫। রহিতকৃত

৬। জেলা জজ বা যুগ্ম জেলা জজ পদে শূন্যতা

৭। বিলুপ্ত

৮। অতিরিক্ত জেলা জজ

৯। আদালতসমূহের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ

১০। জেলা আদালতের সাময়িক দায়িত্ব

১১। যুগ্ম জেলা জজ পদশূন্যতায় বিচারকার্য স্থানান্তর

১২। বিলুপ্ত

১৩। আদালতের এখতিয়ারের স্থানীয় অধিক্ষেত্র নির্ধারণের ক্ষমতা

১৪। আদালত বসিবার স্থান

১৫। আদালতের অবকাশ

১৬। আদালতের সীলমোহর

১৭। আদালতের এখতিয়ার সমাপ্তির ক্ষেত্রে বিচার কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা

অধ্যায় ৩

সাধারণ এখতিয়ার

১৮। জেলা বা যুগ্ম জেলা জজের আদি এখতিয়ারের সীমা

১৯। সিনিয়র সহকারী জজ, ইত্যাদির এখতিয়ারের সীমা

২০। জেলা জজ এবং অতিরিক্ত জেলা জজের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল

২১। যুগ্ম জেলা জজ, ইত্যাদির রায়ের বিরুদ্ধে আপিল

অধ্যায় ৪

বিশেষ এখতিয়ার

২২। জেলা জজের আপিল বদলির ক্ষমতা

২৩। কতিপয় বিচারকার্যে যুগ্ম জেলা জজ বা সিনিয়র সহকারী জজ বা সহকারী জজ কর্তৃক জেলা জজের এখতিয়ার প্রয়োগ

২৪। পূর্বোক্ত ধারায় উল্লেখিত কার্যধারার নিষ্পত্তি

২৫। স্বল্প এখতিয়ারসম্পন্ন কোনো আদালতের দায়িত্ব যুগ্ম জেলা জজ ও [সিনিয়র সহকারী জজ বা সহকারী জজ] এর উপর ন্যস্তকরণ

২৫ক। অন্য আইনে জজ এর উল্লেখ

২৬-৩৫। বিলুপ্ত

অধ্যায় ৭

সম্পূরক বিধানাবলি

৩৬। কোনো কর্মকর্তার উপর দেওয়ানি আদালতের ক্ষমতা অর্পণ

৩৭। স্থানীয় আইন অনুসারে কতিপয় সিদ্ধান্ত প্রদান

৩৮। স্বার্থসংশ্লিষ্ট মামলায় বিচারকের বিচার কার্য হইতে নিবৃত থাকা

৩৯। জেলা আদালতের অধস্তন আদালতসমূহ

৪০। স্বল্প এখতিয়ারসম্পন্ন কোনো আদালতের ক্ষেত্রে এই আইনের প্রয়োগ

দেওয়ানি আদালত আইন, ১৮৮৭

(১৮৮৭ সনের ১২ নং আইন)

[১১ মার্চ, ১৮৮৭]

[১]বাংলাদেশের দেওয়ানি আদালত সংক্রান্ত আইন সংহতকরণ ও সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন।

যেহেতু বাংলাদেশের দেওয়ানি আদালত সংক্রান্ত আইন সংহতকরণ ও সংশোধন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

অধ্যায় ১

প্রারম্ভিক

১। শিরোনাম, ব্যাপ্তি ও প্রবর্তন।- (১) এই আইন [২][* * *] দেওয়ানি আদালত আইন নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই আইন [৩][বাংলাদেশের] যে সকল অংশ আপাতত হাইকোর্ট বিভাগের [৪][* * *] সাধারণ দেওয়ানি এখতিয়ারাধীন নয়, সেই সকল অংশ ব্যতীত, সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য হইবে; এবং

(৩) ইহা ১ জুলাই, ১৮৮৭ হইতে কার্যকর হইবে।

২। [রহিতকৃত]।- (১) [৫][সংশোধন আইন, ১৮৯১ (১৮৯১ সনের ১২ নং আইন) দ্বারা রহিতকৃত।]

(২) [বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং ২য় তপশিল দ্বারা বিলুপ্ত।]

(৩) কোনো আইন বা দলিলে যদি বেঙ্গল সিভিল কোর্ট অ্যাক্ট, ১৮৭১, [বা ইস্ট বেঙ্গল সিভিল কোর্ট অ্যাক্ট], বা তৎদ্বারা রহিতকৃত অন্য কোনো আইনের উল্লেখ থাকে, তাহা হইলে তৎদ্বারা এই আইন বা উহার প্রাসঙ্গিক অংশের উল্লেখ হইয়াছে মর্মে ব্যাখ্যা করা হইবে।

অধ্যায় ২

দেওয়ানি আদালতের গঠন

[৬][**৩। দেওয়ানি আদালতের শ্রেণি।-** দেওয়ানি আদালতের শ্রেণি হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

(ক) জেলা জজ আদালত;

---

[১] ভিন্নরূপ কোনো কিছু না থাকিলে, বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং ২য় তপশিল দ্বারা এই আইনের সর্বত্র “পূর্ব পাকিস্তান”, “প্রাদেশিক সরকার”, “রুপি” এবং “হাইকোর্ট” শব্দগুলির পরিবর্তে যথাক্রমে “বাংলাদেশ”, “সরকার”, “টাকা” এবং “হাইকোর্ট বিভাগ” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

[২] বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং ২য় তপশিল দ্বারা “পূর্ব পাকিস্তান” শব্দটি বিলুপ্ত।

[৩] বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং ২য় তপশিল দ্বারা “বাংলাদেশের” শব্দটি “উক্ত প্রদেশের” শব্দগুলির পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত।

[৪] বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং ২য় তপশিল দ্বারা “পূর্ব পাকিস্তানের” শব্দটি বিলুপ্ত।

[৫] বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং ২য় তপশিল দ্বারা “পূর্ব বাংলার দেওয়ানি আদালত আইন” শব্দগুলি বিলুপ্ত।

[৬] দেওয়ানি আদালত (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৯ নং আইন) এর ধারা ২ দ্বারা ধারা ৩ প্রতিস্থাপিত।

(খ) অতিরিক্ত জেলা জজ আদালত;

(গ) যুগ্ম জেলা জজ আদালত;

(ঘ) সিনিয়র সহকারী জজ আদালত;

(ঙ) সহকারী জজ আদালত।]

[১][**৪। বিচারকের সংখ্যা**।- সরকার বর্তমানে নির্ধারিত জেলা জজ, অতিরিক্ত জেলা জজ, যুগ্ম জেলা জজ, সিনিয়র সহকারী জজ ও সহকারী জজের সংখ্যা পরিবর্তন করিতে পারিবে।]

৫। রহিতকৃত।- [বিকেন্দ্রীকরণ আইন, ১৯১৪ (১৯১৪ সনের ৪ নং আইন) দ্বারা রহিতকৃত।]

৬। জেলা জজ বা যুগ্ম জেলা জজ পদে শূন্যতা।- (১) মৃত্যু, পদত্যাগ, অপসারণ বা অন্য কোনো কারণে জেলা জজ বা [২][যুগ্ম জেলা] জজের পদ শূন্য হইলে বা ধারা ৪ এর অধীন জেলা জজ বা [৩][যুগ্ম জেলা] জজের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইলে, সরকার বা, ক্ষেত্রমত, হাইকোর্ট বিভাগ উক্তরূপ শূন্য পদ পূরণ করিতে পারিবে, অথবা অতিরিক্ত জেলা জজ বা [৪][যুগ্ম জেলা] জজ নিয়োগ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) এই ধারার কোনো কিছুই সরকারকে, যেইরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ মেয়াদের জন্য, কোনো জেলা জজ বা [৫][যুগ্ম জেলা] জজকে, তাহার উপর জেলা জজ বা [৬][যুগ্ম জেলা] জজ হিসাবে অর্পিত দায়িত্বের অতিরিক্ত, অন্য যে কোনো জেলা জজ বা, ক্ষেত্রমত, [৭][যুগ্ম জেলা] জজের সকল বা যেকোনো দায়িত্ব পালনের জন্য নিয়োগ করা হইতে বারিত করে মর্মে ব্যাখ্যেয় হইবে না।

৭। বিলুপ্ত।- [গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া (এ্যাডাপটেশন অব ইন্ডিয়ান লজ) অর্ডার, ১৯৩৭ দ্বারা বিলুপ্ত।]

৮। অতিরিক্ত জেলা জজ।- (১) জেলা জজের নিকট নিষ্পান্নাধীন বিষয়াদি দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য [৮][অতিরিক্ত জেলা] জজ এর সহায়তার প্রয়োজন হইলে, সরকার, হাইকোর্ট বিভাগের সহিত আলোচনাক্রমে, প্রয়োজনীয় সংখ্যক [৯][অতিরিক্ত জেলা] জজ নিয়োগ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) উক্তরূপে নিয়োগকৃত [১০][অতিরিক্ত জেলা] জজগণ জেলা জজ কর্তৃক প্রদত্ত তাহার যেকোনো কার্য সম্পাদন করিবেন, এবং অনুরূপ কার্য সম্পাদনকালে তাহারা জেলা জজের অনুরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন।

---

[১] দেওয়ানি আদালত (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৯ নং আইন) এর ধারা ৩ দ্বারা ধারা ৪ প্রতিস্থাপিত।

[২] দেওয়ানি আদালত (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৯ নং আইন) এর ধারা ৪ দ্বারা “অধস্তন” শব্দটির পরিবর্তে “যুগ্ম জেলা” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

[৩] দেওয়ানি আদালত (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৯ নং আইন) এর ধারা ৪ দ্বারা “অধস্তন” শব্দটির পরিবর্তে “যুগ্ম জেলা” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

[৪] দেওয়ানি আদালত (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৯ নং আইন) এর ধারা ৪ দ্বারা “অধস্তন” শব্দটির পরিবর্তে “যুগ্ম জেলা” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

[৫] দেওয়ানি আদালত (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৯ নং আইন) এর ধারা ৪ দ্বারা “অধস্তন” শব্দটির পরিবর্তে “যুগ্ম জেলা” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

[৬] দেওয়ানি আদালত (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৯ নং আইন) এর ধারা ৪ দ্বারা “অধস্তন” শব্দটির পরিবর্তে “যুগ্ম জেলা” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

[৭] দেওয়ানি আদালত (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৯ নং আইন) এর ধারা ৪ দ্বারা “অধস্তন” শব্দটির পরিবর্তে “যুগ্ম জেলা” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

[৮] দেওয়ানি আদালত (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৯ নং আইন) এর ধারা ৫ দ্বারা “অতিরিক্ত” শব্দটির পরিবর্তে “অতিরিক্ত জেলা” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

[৯] দেওয়ানি আদালত (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৯ নং আইন) এর ধারা ৫ দ্বারা “অতিরিক্ত” শব্দটির পরিবর্তে “অতিরিক্ত জেলা” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

[১০] দেওয়ানি আদালত (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৯ নং আইন) এর ধারা ৫ দ্বারা “অতিরিক্ত” শব্দটির পরিবর্তে “অতিরিক্ত জেলা” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

৯। আদালতসমূহের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ।- হাইকোর্ট বিভাগের তত্ত্বাবধান সাপেক্ষে, কোনো জেলা জজের, তাহার স্থানীয় অধিক্ষেত্রের মধ্যে অবস্থিত, এই আইনের অধীন সকল দেওয়ানি আদালতের উপর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ থাকিবে।

১০। জেলা আদালতের সাময়িক দায়িত্ব।- (১) জেলা জজের মৃত্যু, পদত্যাগ বা অপসারণের ক্ষেত্রে, অথবা অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে তাহার দায়িত্ব পালনে অক্ষমতার ক্ষেত্রে অথবা আদালত অনুষ্ঠিত হইবার স্থানে তাহার অনুপস্থিতির ক্ষেত্রে, [১][অতিরিক্ত জেলা] জজ, বা কোনো [২][অতিরিক্ত জেলা] জজ উক্ত স্থানে উপস্থিত না থাকিলে, উক্ত স্থানে উপস্থিত জ্যেষ্ঠ [৩][যুগ্ম জেলা] জজ, তাহার ওপর ন্যস্ত সাধারণ দায়িত্ব পরিত্যাগ না করিয়া, জেলা জজ পদের দায়িত্বভার গ্রহণ করিবেন, এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না পূর্বোক্ত জেলা জজ তাহার দায়িত্ব পুনরায় গ্রহণ করেন অথবা উক্ত পদে নিয়োগপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা দায়িত্ব বুঝিয়া নেন, ততক্ষণ পর্যন্ত উক্ত দায়িত্ব পালন করিবেন।

(২) [৪][অতিরিক্ত জেলা] জজ বা [৫][যুগ্ম জেলা] জজ, জেলা জজের দায়িত্ব পালনকালে, হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে জারিকৃত বিধিমালা সাপেক্ষে, জেলা জজের যেকোনো ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

১১। যুগ্ম জেলা জজ পদশূন্যতায় বিচারকার্য স্থানান্তর।- (১) [৬][যুগ্ম জেলা] জজের মৃত্যু, পদত্যাগ বা অপসারণের ক্ষেত্রে, অথবা অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে তাহার দায়িত্ব পালনে অক্ষমতার ক্ষেত্রে অথবা আদালত অনুষ্ঠিত হইবার স্থানে তাহার অনুপস্থিতির ক্ষেত্রে, জেলা জজ উক্ত [৭][যুগ্ম জেলা] জজের আদালতে বিচারাধীন সকল বা যেকোনো বিচার কার্যক্রম তাহার নিজের আদালতে কিংবা উক্তরূপ মামলা নিষ্পত্তির জন্য তাহার প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণাধীন উপযুক্ত কোনো আদালতে স্থানান্তর করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন স্থানান্তরিত মামলার বিচারকার্য এমনভাবে নিষ্পত্তি করিতে হইবে, যেন মামলাটি স্থানান্তরিত আদালতেই দায়ের করা হইয়াছিল।

(৩) তবে শর্ত থাকে যে, জেলা জজ তাহার নিজের বা অন্য কোনো আদালতে স্থানান্তরিত কোনো মামলার বিচারকার্য সংশ্লিষ্ট [৮][যুগ্ম জেলা] জজ বা তাহার স্থলাভিষিক্ত জজের আদালতে পুনরায় বদলি করিতে পারিবেন।

(৪) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোনো ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে, [৯][যুগ্ম জেলা] জজের আদালতে বিচারাধীন নাই এইরূপ কোনো মামলা, যাহা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে উক্ত আদালতের একচ্ছত্র এখতিয়ার রহিয়াছে, উহার বিচারকার্য পরিচালনার উদ্দেশ্যে জেলা জজ উক্ত আদালতের সকল বা যেকোনো এখতিয়ার প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

১২। বিলুপ্ত।- [গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া (এ্যাডাপটেশন অব ইন্ডিয়ান লজ) অর্ডার, ১৯৩৭ দ্বারা বিলুপ্ত।]

---

[১] দেওয়ানি আদালত (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৯ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা "অতিরিক্ত" শব্দটির পরিবর্তে "অতিরিক্ত জেলা" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

[২] দেওয়ানি আদালত (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৯ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা "অতিরিক্ত" শব্দটির পরিবর্তে "অতিরিক্ত জেলা" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

[৩] দেওয়ানি আদালত (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৯ নং আইন) এর ধারা ৬ ও ৭ দ্বারা "অধস্তন" শব্দটির পরিবর্তে "যুগ্‌ম জেলা" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

[৪] দেওয়ানি আদালত (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৯ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা "অতিরিক্ত" শব্দটির পরিবর্তে "অতিরিক্ত জেলা" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

[৫] দেওয়ানি আদালত (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৯ নং আইন) এর ধারা ৬ ও ৭ দ্বারা "অধস্তন" শব্দটির পরিবর্তে "যুগ্ম জেলা" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

[৬] দেওয়ানি আদালত (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৯ নং আইন) এর ধারা ৬ ও ৭ দ্বারা "অধস্তন" শব্দটির পরিবর্তে "যুগ্ম জেলা" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

[৭] দেওয়ানি আদালত (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৯ নং আইন) এর ধারা ৬ ও ৭ দ্বারা "অধস্তন" শব্দটির পরিবর্তে "যুগ্ম জেলা" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

[৮] দেওয়ানি আদালত (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৯ নং আইন) এর ধারা ৭ ও ৮ দ্বারা "অধস্তন" শব্দটির পরিবর্তে "যুগ্ম জেলা" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

[৯] দেওয়ানি আদালত (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৯ নং আইন) এর ধারা ৭ ও ৮ দ্বারা "অধস্তন" শব্দটির পরিবর্তে "যুগ্ম জেলা" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

১৩। আদালতের এখতিয়ারের স্থানীয় অধিক্ষেত্র নির্ধারণের ক্ষমতা।- (১) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের অধীন যেকোনো দেওয়ানি আদালতের এখতিয়ারের স্থানীয় অধিক্ষেত্র নির্ধারণ এবং পরিবর্তন করিতে পারিবে।

(২) যদি একই স্থানীয় এখতিয়ার দুই বা ততোধিক [১][যুগ্ম জেলা] জজ, বা দুই বা ততোধিক [২][সিনিয়র সহকারী জজ বা সহকারী জজ]-এর উপর ন্যস্ত করা হয়, তাহা হইলে জেলা জজ, হাইকোর্ট বিভাগের বিশেষ বা সাধারণ আদেশ সাপেক্ষে, তাহাদের প্রত্যেককে তিনি যেইরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেইরূপ [৩][যুগ্ম জেলা] জজ, বা [৪][সিনিয়র সহকারী জজ বা, ক্ষেত্রমত, সহকারী জজ] কর্তৃক আমলযোগ্য দেওয়ানি দায়িত্ব অর্পণ করিতে পারিবেন।

(৩) যেইক্ষেত্রে কোনো স্থানীয় অধিক্ষেত্র হইতে উদ্ভূত দেওয়ানি দায়িত্ব উপ-ধারা (২) এর অধীন জেলা জজ কর্তৃক দুই বা ততোধিক [৫][যুগ্ম জেলা] জজ-এর মধ্য হইতে এক জনকে, অথবা দুই বা ততোধিক [৬][সিনিয়র সহকারী জজ বা সহকারী জজ]-এর মধ্য হইতে এক জনকে অর্পণ করা হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত মামলায় [৭][যুগ্ম জেলা] জজ বা [৮][সিনিয়র সহকারী জজ বা সহকারী জজ] কর্তৃক জারিকৃত কোনো ডিক্রি বা আদেশ কেবল এই কারণে অবৈধ হইবে না যে, মামলাটির সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষ উক্ত আদালতের স্থানীয় অধিক্ষেত্রের বাহিরের কোনো স্থান হইতে উদ্ভূত, যদি উক্ত স্থান সরকার কর্তৃক উপ-ধারা (১) এর অধীন নির্ধারিত স্থানীয় সীমার আওতাভুক্ত হয়।

(৪) স্বল্প এখতিয়ারসম্পন্ন কোনো আদালতে নিযুক্ত কোনো [৯][যুগ্ম জেলা জজ বা সিনিয়র সহকারী জজ বা সহকারী জজ] এই ধারায় সংজ্ঞায়িত অর্থে, ক্ষেত্রমত, যুগ্ম জেলা জজ বা সিনিয়র সহকারী জজ বা সহকারী জজ হিসাবে গণ্য হইবেন।

(৫) এই আইনের অধীন সকল দেওয়ানি আদালতের স্থানীয় অধিক্ষেত্র, যাহা বর্তমানে নির্ধারিত রহিয়াছে, এই ধারার অধীন নির্ধারিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

১৪। আদালত বসিবার স্থান।- (১) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের অধীন কোনো দেওয়ানি আদালত অনুষ্ঠিত হইবার স্থান বা স্থানসমূহ নির্ধারণ বা পরিবর্তন করিতে পারিবে।

(২) বর্তমানে যে সকল স্থানে অনুরূপ আদালতসমূহ অনুষ্ঠিত হয়, সেই সকল স্থান এই ধারার অধীন নির্ধারিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

১৫। আদালতের অবকাশ।- (১) সরকার কর্তৃক জারিকৃত আদেশ সাপেক্ষে, হাইকোর্ট বিভাগ প্রত্যেক বৎসর দেওয়ানি আদালতে ছুটির দিবস হিসাবে পালিত একটি ছুটির তালিকা প্রস্তুত করিবে।

---

[১] দেওয়ানি আদালত (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৯ নং আইন) এর ধারা ৭ ও ৮ দ্বারা “অধস্তন” শব্দটির পরিবর্তে “যুগ্ম জেলা” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

[২] দেওয়ানি আদালত (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৯ নং আইন) এর ধারা ৮ দ্বারা “সহকারী জজ” শব্দগুলির পরিবর্তে “সিনিয়র সহকারী জজ বা সহকারী জজ” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

[৩] দেওয়ানি আদালত (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৯ নং আইন) এর ধারা ৭ ও ৮ দ্বারা “অধস্তন” শব্দটির পরিবর্তে “যুগ্ম জেলা” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

[৪] দেওয়ানি আদালত (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৯ নং আইন) এর ধারা ৮ দ্বারা “সহকারী জজ” শব্দগুলির পরিবর্তে “সিনিয়র সহকারী জজ বা সহকারী জজ” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

[৫] দেওয়ানি আদালত (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৯ নং আইন) এর ধারা ৮ দ্বারা “অধস্তন” শব্দটির পরিবর্তে “যুগ্ম জেলা” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

[৬] দেওয়ানি আদালত (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৯ নং আইন) এর ধারা ৮ দ্বারা “সহকারী জজ” শব্দগুলির পরিবর্তে “সিনিয়র সহকারী জজ বা সহকারী জজ” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

[৭] দেওয়ানি আদালত (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৯ নং আইন) এর ধারা ৮ দ্বারা “অধস্তন” শব্দটির পরিবর্তে “যুগ্ম জেলা” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

[৮] দেওয়ানি আদালত (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৯ নং আইন) এর ধারা ৮ দ্বারা “সহকারী জজ” শব্দগুলির পরিবর্তে “সিনিয়র সহকারী জজ বা সহকারী জজ” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

[৯] দেওয়ানি আদালত (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৯ নং আইন) এর ধারা ৮ দ্বারা “অধস্তন জজ অথবা সহকারী জজ একজন অধস্তন জজ অথবা সহকারী জজ হইবেন” শব্দগুলির পরিবর্তে “যুগ্ম জেলা জজ বা সিনিয়র সহকারী জজ বা সহকারী জজ একজন যুগ্ম জেলা জজ বা সিনিয়র সহকারী জজ বা সহকারী জজ হিসাবে গণ্য হইবেন” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

(২) তালিকাটি সরকারি গেজেটে প্রকাশ করিতে হইবে।

(৩) উক্ত তালিকাভুক্ত কোনো দিবসে দেওয়ানি আদালত কর্তৃক পরিচালিত কোনো বিচার কার্যক্রম কেবল উক্ত দিবসে অনুষ্ঠিত হইবার কারণে অবৈধ হইবে না।

১৬। আদালতের সীলমোহর।- এই আইনের অধীন প্রত্যেক দেওয়ানি আদালত সরকার কর্তৃক নির্ধারিত আকৃতি ও পরিমাপ অনুযায়ী সীলমোহর ব্যবহার করিবে।

১৭। আদালতের এখতিয়ার সমাপ্তির ক্ষেত্রে বিচার কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা।- (১) যেইক্ষেত্রে কোনো কারণে, এই আইনের অধীন কোনো দেওয়ানি আদালতের কোনো মামলা সম্পর্কিত এখতিয়ারের অবলুপ্তি ঘটে, সেইক্ষেত্রে উক্ত মামলা সম্পর্কিত কোনো কার্যধারা যাহা এখতিয়ার অবলুপ্ত না হইলে উক্ত আদালতেই চলিতে পারিত, তাহা পূর্বোক্ত আদালতের কার্যাবলি যে আদালতে স্থানান্তরিত হইয়াছে সেই আদালতে চলিতে পারিবে।

(২) দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮ এর ধারা ৩৬, ৩৭ ও ১১৪ এবং উহার তপশিল ১ এর আদেশ নং ৪৭ এর বিধি ১ অথবা আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যে সকল মামলার জন্য বিধান প্রণীত হইয়াছে, সেই সকল মামলার ক্ষেত্রে, এই ধারার বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

অধ্যায় ৩

সাধারণ এখতিয়ার

১৮। জেলা বা যুগ্ম জেলা জজের আদি এখতিয়ারের সীমা।- আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে ভিন্নরূপ কিছু না থাকিলে, জেলা জজ বা [১][যুগ্ম জেলা] জজ এর, দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮ এর ধারা ১৫ এর বিধানাবলি সাপেক্ষে, দেওয়ানি আদালত কর্তৃক আপাতত আমলযোগ্য সকল মূল মামলা বিচারের এখতিয়ার থাকিবে।

[২]**[১৯। সিনিয়র সহকারী জজ, ইত্যাদির এখতিয়ারের সীমা।-** আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে ভিন্নরূপ কোনো কিছু না থাকিলে, সিনিয়র সহকারী জজ এবং সহকারী জজ এর যথাক্রমে অনধিক [৩][পঁচিশ লক্ষ] টাকা এবং [৪][পনের লক্ষ] টাকা মূল্যমানের মামলা বিচারের এখতিয়ার থাকিবে।]

২০। [৫][জেলা জজ এবং অতিরিক্ত জেলা জজের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল]।- (১) আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে ভিন্নরূপ কিছু না থাকিলে, জেলা জজ বা [৬][অতিরিক্ত জেলা] জজ কর্তৃক জারিকৃত ডিক্রি বা আদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্ট বিভাগে আপিল করা যাইবে।

(২) জেলা জজ কর্তৃক জারিকৃত যে সকল ডিক্রি বা আদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্ট বিভাগে আপিল চলে না, [৭][অতিরিক্ত জেলা] জজ কর্তৃক জারিকৃত অনুরূপ ডিক্রি বা আদেশের বিরুদ্ধেও হাইকোর্ট বিভাগে আপিল করা যাইবে না।

২১। যুগ্ম জেলা জজ, ইত্যাদির রায়ের বিরুদ্ধে আপিল।- (১) উপরিউক্ত ক্ষেত্র ব্যতীত, [৮][যুগ্ম জেলা] জজ কর্তৃক প্রদত্ত ডিক্রি বা আদেশের বিরুদ্ধে-

---

১ দেওয়ানি আদালত (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৯ নং আইন) এর ধারা ৯ দ্বারা “অধস্তন” শব্দটির পরিবর্তে “যুগ্ম-জেলা” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

২ দেওয়ানি আদালত (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৯ নং আইন) এর ধারা ১০ দ্বারা পূর্ববর্তী ধারা ১৯ এর পরিবর্তে ধারা ১৯ প্রতিস্থাপিত।

৩ দেওয়ানি আদালত (সংশোধন) আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ১৩ নং আইন) এর ধারা ২ দ্বারা “চার” শব্দটির পরিবর্তে “পঁচিশ” শব্দটি প্রতিস্থাপিত।

৪ দেওয়ানি আদালত (সংশোধন) আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ১৩ নং আইন) এর ধারা ২ দ্বারা “দুই” শব্দটির পরিবর্তে “পনের” শব্দটি প্রতিস্থাপিত।

৫ দেওয়ানি আদালত (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৯ নং আইন) এর ধারা ১১ দ্বারা পূর্ববর্তী উপান্ত টীকার পরিবর্তে নূতন উপান্ত টীকাটি প্রতিস্থাপিত।

৬ দেওয়ানি আদালত (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৯ নং আইন) এর ধারা ১১ দ্বারা “অতিরিক্ত” শব্দটির পরিবর্তে “অতিরিক্ত জেলা” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

৭ দেওয়ানি আদালত (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৯ নং আইন) এর ধারা ১১ দ্বারা “অতিরিক্ত” শব্দটির পরিবর্তে “অতিরিক্ত জেলা” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

৮ দেওয়ানি আদালত (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৯ নং আইন) এর ধারা ১২ দ্বারা “অধস্তন” শব্দটির পরিবর্তে “যুগ্ম জেলা” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

(ক) যেইক্ষেত্রে বিবেচ্য ডিক্রি বা আদেশ যে মূল মামলা বা উহা হইতে উদ্ভূত কার্যধারায় প্রদান করা হইয়াছে তাহার মূল্যমান অনধিক [১][পাঁচ] [২][কোটি] টাকা, সেইক্ষেত্রে জেলা জজের নিকট আপিল করা যাইবে; এবং

(খ) অন্যান্য ক্ষেত্রে, হাইকোর্ট বিভাগের নিকট আপিল করা যাইবে।

(২) উপরিউক্ত ক্ষেত্র ব্যতীত, [৩][সিনিয়র সহকারী জজ বা সহকারী জজ] কর্তৃক প্রদত্ত ডিক্রি বা আদেশের বিরুদ্ধে জেলা জজের নিকট আপিল করা যাইবে।

(৩) উপ-ধারা (১) বা উপ-ধারা (২) এর অধীন জেলা জজের নিকট আপিলযোগ্য আপিল নিষ্পত্তির দায়িত্ব [৪][অতিরিক্ত জেলা জজ] এর নিকট অর্পণ করা হইলে, [৫][অতিরিক্ত জেলা] জজ এর নিকট আপিল করা যাইবে।

(৪) হাইকোর্ট বিভাগ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই মর্মে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে যে, উপ-ধারা (২) এর অধীন [৬][সিনিয়র সহকারী জজ বা সহকারী জজ] কর্তৃক প্রদত্ত ডিক্রি বা আদেশের বিরুদ্ধে জেলা জজের নিকট আপিলযোগ্য যেকোনো আপিল প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত কোনো [৭][যুগ্ম জেলা] জজ এর আদালতে দায়ের করা যাইবে।

অধ্যায় ৪

বিশেষ এখতিয়ার

২২। [৮][জেলা জজের আপিল বদলির ক্ষমতা]।- (১) জেলা জজ তাহার প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণাধীন যেকোনো [৯][যুগ্ম জেলা] জজের নিকট [১০][সিনিয়র সহকারী জজ বা সহকারী জজ] কর্তৃক প্রদত্ত ডিক্রি বা আদেশের বিরুদ্ধে তাহার নিকট নিষ্পন্নাধীন কোনো আপিল বদলি করিতে পারিবেন।

(২) জেলা জজ এইরূপে বদলিকৃত আপিল প্রত্যাহার করিতে পারিবেন, এবং তিনি নিজেই উহা শুনানি করিয়া নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন, অথবা উহা নিষ্পত্তি করিতে উপযুক্ত, তাহার প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণাধীন, এইরূপ কোনো আদালতে উহা বদলি করিতে পারিবেন।

(৩) এই ধারার অধীন বদলিকৃত কোনো আপিল নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে, জেলা জজ কর্তৃক উক্তরূপ আপিল নিষ্পত্তিতে যে বিধান অনুসরণ করিতে হয় সেই একই বিধান অনুসরণ করিতে হইবে।

---

[১] দেওয়ানি আদালত (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৯ নং আইন) এর ধারা ১২ দ্বারা "এক লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা" শব্দগুলির পরিবর্তে "পাঁচ লক্ষ টাকা" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

[২] দেওয়ানি আদালত (সংশোধন) আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ১৩ নং আইন) এর ধারা ৩ দ্বারা "লক্ষ" শব্দটির পরিবর্তে "কোটি" শব্দটি প্রতিস্থাপিত।

[৩] দেওয়ানি আদালত (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৯ নং আইন) এর ১২ দ্বারা "সহকারী জজ" শব্দগুলির পরিবর্তে "সিনিয়র সহকারী জজ বা সহকারী জজ" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

[৪] দেওয়ানি আদালত (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৯ নং আইন) এর ধারা ১২ দ্বারা "অতিরিক্ত" শব্দটির পরিবর্তে "অতিরিক্ত জেলা" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

[৫] দেওয়ানি আদালত (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৯ নং আইন) এর ধারা ১২ দ্বারা "অতিরিক্ত" শব্দটির পরিবর্তে "অতিরিক্ত জেলা" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

[৬] দেওয়ানি আদালত (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৯ নং আইন) এর ধারা ১২ দ্বারা "সহকারী জজ" শব্দগুলির পরিবর্তে "সিনিয়র সহকারী জজ বা সহকারী জজ" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

[৭] দেওয়ানি আদালত (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৯ নং আইন) এর ধারা ১২ ও ১৩ দ্বারা "অধস্তন" শব্দটির পরিবর্তে "যুগ্ম জেলা" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

[৮] দেওয়ানি আদালত (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৯ নং আইন) এর ধারা ১৩ দ্বারা পূর্ববর্তী উপান্ত টীকার পরিবর্তে নূতন উপান্ত টীকাটি প্রতিস্থাপিত।

[৯] দেওয়ানি আদালত (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৯ নং আইন) এর ধারা ১২ ও ১৩ দ্বারা "অধস্তন" শব্দটির পরিবর্তে "যুগ্ম জেলা" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

[১০] দেওয়ানি আদালত (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৯ নং আইন) এর ১৩ দ্বারা "সহকারী জজ" শব্দগুলির পরিবর্তে "সিনিয়র সহকারী জজ বা সহকারী জজ" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

২৩। কতিপয় বিচারকার্যে যুগ্ম জেলা জজ বা সিনিয়র সহকারী জজ বা সহকারী জজ কর্তৃক জেলা জজের এখতিয়ার প্রয়োগ।- (১) হাইকোর্ট বিভাগ, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, [১][যুগ্ম জেলা] জজ বা [২][সিনিয়র সহকারী জজ বা সহকারী জজ]-কে অতঃপর বর্ণিত কোনো কার্যধারা অথবা উক্ত কার্যধারার মধ্য হইতে আদেশে উল্লিখিত কোনো শ্রেণির কার্যধারা আমলে নেওয়ার ক্ষমতা প্রদান করিতে, অথবা কোনো জেলা জজকে, তাহার প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণাধীন কোনো [৩][যুগ্ম জেলা] জজ বা [৪][সিনিয়র সহকারী জজ] বা সহকারী জজ এর নিকট উক্তরূপ কার্যধারা বদলি করিবার ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কার্যধারাসমূহ নিম্নরূপ, যথা:-

(ক) বেঙ্গাল উইলস্ অ্যান্ড ইনটেসট্যাসি রেগুলেশন, ১৭৯৯ এর অধীন কার্যধারাসমূহ;

(খ) এবং (গ) [গার্ডিয়ানস্ অ্যান্ড ওয়ার্ডস্ অ্যাক্ট, ১৮৯০ (১৮৯০ সনের ৮ নং আইন) দ্বারা রহিকৃত।]

(ঘ) উত্তরাধিকার আইন, ১৯২৫ এর অধীন কার্যধারাসমূহ, যাহা জেলা প্রতিনিধিবর্গের দ্বারা নিষ্পত্তি করা সম্ভব নহে; এবং

[৫][* * *]

(৩) জেলা জজ কোনো [৬][যুগ্ম জেলা] জজ বা [৭][সিনিয়র সহকারী জজ বা সহকারী জজ] কর্তৃক আমলে গ্রহণকৃত বা তাহাদের নিকট বদলিকৃত যেকোনো কার্যধারা প্রত্যাহার করিতে পারিবেন, এবং এবং তিনি স্বয়ং উহা নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন, অথবা তাহার প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণাধীন কোনো উপযুক্ত আদালতে বদলি করিতে পারিবেন।

২৪। পূর্বোক্ত ধারায় উল্লিখিত কার্যধারার নিষ্পত্তি।- (১) পূর্বোক্ত ধারার অধীন, ক্ষেত্রমত [৮][যুগ্ম জেলা] জজ বা [৯][সিনিয়র সহকারী জজ বা সহকারী জজ] কর্তৃক আমলে গ্রহণকৃত বা তাহাদের নিকট বদলিকৃত কোনো কার্যধারা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে, তিনি জেলা জজ কর্তৃক উক্তরূপ কার্যধারা নিষ্পত্তিতে যে বিধান অনুসরণ করিতে হয় সেই একই বিধান অনুসরণ করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, অনুরূপ কোনো কার্যধারায় [১০][সিনিয়র সহকারী জজ বা সহকারী জজ] কর্তৃক প্রদত্ত কোনো আদেশের বিরুদ্ধে কোনো আপিল জেলা জজের নিকট দায়ের করিতে হইবে।

(২) এই ধারার অধীন [১১][সিনিয়র সহকারী জজ বা সহকারী জজ] কর্তৃক প্রদত্ত কোনো আদেশের বিরুদ্ধে আপিলের প্রেক্ষিতে জেলা জজ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের বিরুদ্ধে কোনো আপিল হাইকোর্ট বিভাগে দায়ের করিতে হইবে, যদি আপাতত বলবৎ কোনো আইন দ্বারা জেলা জজের আদেশের বিরুদ্ধে পুনঃআপিল অনুমোদিত হয়।

---

[১] দেওয়ানি আদালত (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৯ নং আইন) এর ধারা ১৪ দ্বারা “অধস্তন” শব্দটির পরিবর্তে “যুগ্ম-জেলা” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

[২] দেওয়ানি আদালত (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৯ নং আইন) এর ১৪ দ্বারা “সহকারী জজ” শব্দগুলির পরিবর্তে “সিনিয়র সহকারী জজ বা সহকারী জজ” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

[৩] দেওয়ানি আদালত (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৯ নং আইন) এর ধারা ১৪ দ্বারা “অধস্তন” শব্দটির পরিবর্তে “যুগ্ম-জেলা” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

[৪] দেওয়ানি আদালত (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৯ নং আইন) এর ধারা ১৪ দ্বারা “সহকারী জজ” শব্দগুলির পরিবর্তে “সিনিয়র সহকারী জজ বা সহকারী জজ” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

[৫] বেঙ্গাল, আগ্রা এবং আসাম দেওয়ানি আদালতসমূহ (বেঙ্গাল সংশোধনী) আইন, ১৯৩৫ এর ধারা-৬(২) দ্বারা উপ-দফা (ঙ) বিলুপ্ত।

[৬] দেওয়ানি আদালত (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৯ নং আইন) এর ধারা ১৪, ১৫ ও ১৬ দ্বারা “অধস্তন” শব্দটির পরিবর্তে “যুগ্ম-জেলা” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

[৭] দেওয়ানি আদালত (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৯ নং আইন) এর ধারা ১৪, ১৫ ও ১৬ দ্বারা “সহকারী জজ” শব্দগুলির পরিবর্তে “সিনিয়র সহকারী জজ বা সহকারী জজ” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।।

[৮] দেওয়ানি আদালত (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৯ নং আইন) এর ধারা ১৪, ১৫ ও ১৬ দ্বারা “অধস্তন” শব্দটির পরিবর্তে “যুগ্ম জেলা” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

[৯] দেওয়ানি আদালত (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৯ নং আইন) এর ধারা ১৪, ১৫ ও ১৬ দ্বারা “সহকারী জজ” শব্দগুলির পরিবর্তে “সিনিয়র সহকারী জজ বা সহকারী জজ” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

[১০] দেওয়ানি আদালত (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৯ নং আইন) এর ধারা ১৪, ১৫ ও ১৬ দ্বারা “সহকারী জজ” শব্দগুলির পরিবর্তে “সিনিয়র সহকারী জজ বা সহকারী জজ” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

[১১] দেওয়ানি আদালত (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৯ নং আইন) এর ধারা ১৪, ১৫ ও ১৬ দ্বারা “সহকারী জজ” শব্দগুলির পরিবর্তে “সিনিয়র সহকারী জজ বা সহকারী জজ” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

২৫। স্বল্প এখতিয়ারসম্পন্ন কোনো আদালতের দায়িত্ব যুগ্ম জেলা জজ ও [১][সিনিয়র সহকারী জজ বা সহকারী জজ] এর উপর ন্যস্তকরণ।- সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যেইরূপ উপযুক্ত মনে করিবে, সেইরূপ স্থানীয় অধিক্ষেত্রের মধ্যে, [২][যুগ্ম জেলা] জজ বা [৩][সিনিয়র সহকারী জেলা জজ বা সহকারী জজ] এর উপর [৪][***] স্বল্প এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত আইন, ১৯৮৭ এর অধীন স্বল্প এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতের কোনো জজের উক্ত আদালত কর্তৃক আমলযোগ্য মামলা বিচারের এখতিয়ার, যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবে, সেইরূপ অনধিক [৫][বিশ হাজার] টাকা [৬][যুগ্ম জেলা] জজ-এর ক্ষেত্রে, [দশ হাজার] টাকা [৭][সিনিয়র সহকারী জজ এর ক্ষেত্রে] বা ছয় হাজার টাকা সহকারী জজ-এর ক্ষেত্রে] অর্পণ করিতে পারিবে এবং অনুরূপ এখতিয়ার প্রত্যাহার করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই ধারার অধীন উহার ক্ষমতা হাইকোর্ট বিভাগের নিকট অর্পণ করিতে পারিবে।

[৮]**[২৫ক। অন্যান্য আইনে জজ এর উল্লেখ।-** আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে অতিরিক্ত জজ বা অধস্তন জজ বা সহকারী জজ-এর উল্লেখ থাকিলে, তৎদ্বারা যথাক্রমে অতিরিক্ত জেলা জজ, বা যুগ্ম জেলা জজ, বা সিনিয়র সহকারী জজ বা, ক্ষেত্রমত, সহকারী জজ-এর উল্লেখ করা হইয়াছে মর্মে ব্যাখ্যেয় হইবে।]

২৬-৩৫। বিলুপ্ত।- [গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া (এ্যাডাপটেশন অব ইন্ডিয়ান লজ) অর্ডার, ১৯৩৭ এর প্রথম তপশিল দ্বারা বিলুপ্ত।]

অধ্যায় ৭

সম্পূরক বিধানাবলি

৩৬। কোনো কর্মকর্তার উপর দেওয়ানি আদালতের ক্ষমতা অর্পণ।- (১) সরকার এই আইনের অধীন কোনো দেওয়ানি আদালতের ক্ষমতা নিম্নবর্ণিত কোনো কর্মকর্তার উপর, তাহার নামে বা পদাধিকারে, ন্যস্ত করিতে পারিবে, যথা:-

(ক) [১৯৪৯ সনের গভর্নর জেনারেল-এর আদেশ নং ৪, তপশিল দ্বারা বিলুপ্ত]

(খ) হাইকোর্ট বিভাগের সহিত আলোচনা সাপেক্ষে, এই আইন প্রযোজ্য রহিয়াছে এইরূপ কোনো অঞ্চলে কর্মরত এবং সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত শ্রেণির অন্তর্গত কোনো কর্মকর্তা।

(২) এইরূপ ক্ষমতা প্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তার ক্ষেত্রে ধারা ৪, ৫, ৬, ৮, ১০ বা ১১ এর কোনো কিছুই প্রযোজ্য হইবে না, তবে এই আইনের অন্য যেসকল বিধান তাহার প্রতি প্রযোজ্য করা হইবে উহা, যতদূর সম্ভব, এমনভাবে তাহার উপর প্রযোজ্য হইবে যেন তিনি তাহার উপর যেই আদালতের ক্ষমতা ন্যস্ত হইয়াছে সেই আদালতের একজন বিচারক।

---

১ দেওয়ানি আদালত (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৯ নং আইন) এর ধারা ১৪, ১৫ ও ১৬ দ্বারা “সহকারী জজ” শব্দগুলির পরিবর্তে “সিনিয়র সহকারী জজ বা সহকারী জজ” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

২ দেওয়ানি আদালত (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৯ নং আইন) এর ধারা ১৪, ১৫ ও ১৬ দ্বারা “অধস্তন” শব্দটির পরিবর্তে “যুগ্ম-জেলা” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

৩ দেওয়ানি আদালত (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৯ নং আইন) এর ধারা ১৪, ১৫ ও ১৬ দ্বারা “সহকারী জজ” শব্দগুলির পরিবর্তে “সিনিয়র সহকারী জজ বা সহকারী জজ” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

৪ বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং ২য় তপশিল দ্বারা “প্রাদেশিক” শব্দটি বিলুপ্ত।

৫ দেওয়ানি আদালত (সংশোধন) আইন, ১৯৯০ (১৯৯০ সনের ৪৮ নং আইন) এর ধারা ৪ দ্বারা “দশ হাজার টাকা অধস্তন জজের ক্ষেত্রে, অথবা পাঁচ হাজার টাকা সহকারী জজের ক্ষেত্রে যাহার এখতিয়ার ধারা ১৯ এর উপ-ধারা (২) অনুযায়ী বর্ধিত করা হইয়াছে অথবা অন্যান্য সকল সহকারী জজের ক্ষেত্রে তিন হাজার টাকা” শব্দগুলি, বন্ধনী এবং সংখ্যার পরিবর্তে “বিশ হাজার টাকা যুগ্ম জেলা জজ এর ক্ষেত্রে, দশ হাজার টাকা সিনিয়র সহকারী জজ এর ক্ষেত্রে যাহার এখতিয়ার ধারা ১৯ এর উপ-ধারা (২) এর অনুযায়ী বর্ধিত করা হইয়াছে অথবা অন্যান্য সকল সহকারী জজের ক্ষেত্রে ছয় হাজার টাকা” শব্দগুলি, বন্ধনী ও সংখ্যা প্রতিস্থাপিত।

৬ দেওয়ানি আদালত (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৯ নং আইন) এর ধারা ১৬ দ্বারা “অধস্তন” শব্দটির পরিবর্তে “যুগ্ম জেলা” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

৭ দেওয়ানি আদালত (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৯ নং আইন) এর ধারা ১৬ দ্বারা “সহকারী জজ যাহার এখতিয়ার ধারা ১৯ এর উপ-ধারা (২) অনুযায়ী বর্ধিত করা হইয়াছে অথবা অন্যান্য সকল সহকারী জজের ক্ষেত্রে ছয় হাজার টাকা” শব্দগুলি, বন্ধনী এবং সংখ্যার পরিবর্তে “সিনিয়র সহকারী জজ বা ছয় হাজার টাকা সহকারী জজ এর ক্ষেত্রে” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

৮ দেওয়ানি আদালত (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৯ নং আইন) এর ধারা ১৭ দ্বারা ধারা ২৫ক সন্নিবেশিত।

(৩) [পূর্ব পাকিস্তান (সংশোধন) অধ্যাদেশ ১৯৬২ (১৯৬২ সনের ১৩ নং অধ্যাদেশ) দ্বারা বিলুপ্ত।]

(৪) যেইক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তার আদালত বসিবার স্থান ধারা ১৪ এর অধীন নির্ধারণ করা না হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত আদালত উহার এখতিয়ারের স্থানীয় অধিক্ষেত্রের যে কোনো স্থানে অনুষ্ঠিত হইতে পারিবে।

৩৭। স্থানীয় আইন অনুসারে কতিপয় সিদ্ধান্ত প্রদান।- (১) কোনো দেওয়ানি মামলা বা অন্যান্য বিচার কার্যক্রম পরিচালনায় কোনো আদালতের যদি উত্তরাধিকার, উইল ব্যতীত উত্তরাধিকার, বিবাহ বা জাত বা ধর্মীয় প্রথা বা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির বিষয় নিষ্পত্তির প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে আদালত অনুরূপ মামলায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে, পক্ষগণ [১][মুসলিম] হইলে, [২][মুসলিম] আইন এবং পক্ষগণ হিন্দু হইলে, হিন্দু আইন অনুসরণ করিবে, যদি না বিধিবদ্ধ কোনো আইন দ্বারা অনুরূপ আইন পরিবর্তন বা বিলুপ্ত করা হয়।

(২) যেসকল বিষয়ে উপ-ধারা (১) বা আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে কোনো বিধান নাই, সেই সকল বিষয়ে আদালত ন্যায় বিচার, ন্যায়পরায়ণতা এবং সুবিবেচনার ভিত্তিতে কার্যক্রম পরিচালনা করিবে।

৩৮। স্বার্থসংশ্লিষ্ট মামলায় বিচারকের বিচার কার্য হইতে নিবৃত থাকা।- (১) দেওয়ানি আদালত পরিচালনাকারী কর্মকর্তা এমন কোনো মামলা বা কার্যধারা পরিচালনা করিবেন না, যাহাতে তিনি কোনো পক্ষ অথবা যাহাতে তাহার ব্যক্তিগত স্বার্থ সংশ্লিষ্টতা রহিয়াছে।

(২) এই আইনের অধীন দেওয়ানি আপিল আদালত পরিচালনাকারী কোনো কর্মকর্তা অন্য কোনো ক্ষমতাবলে তৎকর্তৃক প্রদত্ত কোনো ডিক্রি বা আদেশের বিরুদ্ধে কোনো আপিল শুনানি করিতে পারিবেন না।

(৩) উপ-ধারা (১) এবং উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত কোনো মামলা, কার্যধারা বা আপিল সংশ্লিষ্ট কোনো কর্মকর্তার নিকট আসিলে, উক্ত কর্মকর্তা অনতিবিলম্বে উক্ত মামলার রেকর্ড তিনি যে আদালতের অব্যবহিত অধস্তন সেই আদালতের নিকট, কারণ উল্লেখপূর্বক একটি প্রতিবেদনসহ, প্রেরণ করিবেন।

(৪) উক্ত ঊর্ধ্বতন আদালত অতঃপর [৩][দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮ এর ধারা ২৪] এর অধীন উক্ত মামলার নিষ্পত্তি করিবেন।

(৫) এই ধারার কোনো কিছুই হাইকোর্ট বিভাগের অসাধারণ আদি দেওয়ানি এখতিয়ার ক্ষুন্ন করে মর্মে গণ্য হইবে না।

৩৯। জেলা আদালতের অধস্তন আদালতসমূহ।- পূর্ববর্তী ধারার শেষ অংশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কোনো আদালত পরিচালনাকারী কর্মকর্তা, জেলা জজের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণাধীন হইলে, জেলা জজের অব্যবহিত অধস্তন হিসাবে গণ্য হইবেন, এবং দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, উক্তরূপ কর্মকর্তার আদালত জেলা জজ আদালতের একস্তর নিম্নের আদালত হিসাবে গণ্য হইবে।

৪০। স্বল্প এখতিয়ারসম্পন্ন কোনো আদালতের ক্ষেত্রে এই আইনের প্রয়োগ।- (১) এই ধারা এবং ধারা ১৫, ৩২, ৩৭, ৩৮ এবং ৩৯ এর বিধানাবলি [৪][* * *] স্বল্প এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত আইন, ১৯৮৭ এর অধীন গঠিত স্বল্প এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতসমূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

(২) উক্ত আইনে ভিন্নরূপ বিধান ব্যতীত, এই আইনের অন্যান্য ধারা উপরিউক্ত আদালতসমূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

---

[১] বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং ২য় তপশিল দ্বারা "মোহামেডান" শব্দটির পরিবর্তে "মুসলমান" শব্দটি প্রতিস্থাপিত।

[২] বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং ২য় তপশিল দ্বারা "মোহামেডান" শব্দটির পরিবর্তে "মুসলমান" শব্দটি প্রতিস্থাপিত।

[৩] বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং ২য় তপশিল দ্বারা "দেওয়ানি কার্যবিধির ধারা ২৫" শব্দগুলি ও সংখ্যার পরিবর্তে "দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮ এর ধারা ২৪" শব্দগুলি, সংখ্যা ও কমা প্রতিস্থাপিত।

[৪] বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং ২য় তপশিল দ্বারা "প্রাদেশিক" শব্দটি বিলুপ্ত।